সমকাল

তারিখ ... 18 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ .....

বাউবি এখন আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনভর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে শিক্ষাকে গণমুখী ও জীবন ঘনিষ্ঠ করার মধ্য দিয়ে এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিল পাস করা হয়। মূলত বহুমুখী শিক্ষা প্রযুক্তি যেমন- বই, ম্যাপ-চার্ট, ক্যাসেট, অডিও-ভিডিও সামগ্রী প্রজেক্টর ইত্যাদি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে জ্ঞানবিজ্ঞানের সৃজন, চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে একটি সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রায় ২১টি বছর পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ২১টি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। গাজীপুরে ৩৫ একর বিশাল ক্যাম্পাস ছাড়াও টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, সুন্দরবন থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ সীমারেখায় বাউবির ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০টি কো-অর্ডিনেটিং অফিসসহ প্রায় ১ হাজার ৩০০টি স্টাডি সেন্টার চালু রয়েছে। দেশের সর্বাধিক শিক্ষার্থী সংবলিত একমাত্র দূর শিক্ষণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে আইসিটিনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে দূর শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার এক সুবিশাল পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আইসিটি অর্থাৎ ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি সুবিধার আওতায় তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান ব্যবহার করে একটি আইসিটিনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির এই বিশাল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাউবিকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে কোরিয়া রিপাবলিকের কোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোয়েকা)। কোয়েকার সহযোগিতায় বাউবিতে দূর শিক্ষণে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ই-লার্নিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। ই-লার্নিং মূলত আইসিটির অন্তর্ভুক্ত একটি পদ্ধতি, যা থেকে শিক্ষার্থী খুব সহজে আইসিটি সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত পাঠ গ্রহণ করতে পারবে। আইসিটি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে কোয়েকাইন্টার অ্যাকটিভ ভার্চুয়াল ক্লাসরুম (আইভিসিআর) ও লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলএমএস) বাস্তবায়নে ২১ কোটি ৬০ লাখ টাকা অনুদান দেবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাউবি নিজস্ব উৎস থেকে ৬ কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয় করবে। আপাতত বাউবির গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৩টি আইসিটি ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির এই ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার ই-লার্নিং কার্যক্রম গড়ে তোলা হবে, যা বাউবির একাডেমিক প্রোগ্রাম মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে।

বাউবির উপাচার্য সচিবালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আইসিটি প্রকল্পের এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বাউবির বর্তমান উপাচার্য দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনাবিদ প্রফেসর ড. এমএ মান্নান দূর শিক্ষণের এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।